দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 3 1 DEC 1992 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 7 ...

27

স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাসিক বেতন প্রদানের সিদ্ধান্তে

প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জমিয়াতুল মোদারেছীনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা এম এ মান্নান, সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা এম এ সালাম, সহ-সভাপতি মাওলানা আমীনুল্লাহ, মুফতী আবদুস সাত্তার, মাওলানা মাজহার আহমদ, মাওলানা মোঃ ছালেহ এবং মহাসচিব মাওলানা এম এ লতিফ, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা রূহুল আমীন খান, মাওলানা আবদুর রহমান বেলাশী, মাওলানা আবু নসর শামসুল ইসলাম, মাওলানা সাব্বির আহমদ মোমতাজী, মাওলানা নূর মোহাম্মদ খানসহ মাওলানা ইউনুস, মাওলানা আবদুল কাদের প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক এবং রেজিষ্ট্রিকৃত প্রাথমিক

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

অভিনন্দন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্কুলের শিক্ষকদের মাসিক ৫শ' টাকা করে বেতন দেয়ার ঘোষণাদানের জন্য মোবারকবাদ জানিয়েছেন। তাঁরা এ কাজে সহায়তাদানের জন্য শিক্ষামন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যদের ও সংশ্লিষ্ট সকলকে এ জন্য ধন্যবাদ জানান।

এক বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার মূল স্থপতি হচ্ছেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তিনি বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের আবেদনে সাড়া দিয়ে ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদ মজবুত করার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাথমিক স্তররূপে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার সূচনা করেছিলেন। এভাবে দেশে ষোল হাজার স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমানের বলে সরকার থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকগণ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কাজে প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু তাঁরা এ যাবতকাল নিয়মিত বেতন প্রাপ্তি থেকে নিদারুণভাবে বঞ্চিত ও অবহেলিত। যদিও বিগত সরকারের আমলে কতিপয় মাদ্রাসাকে ২/৩ বার এককালীন কিছু অনুদান প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু তা যেমনি অপ্রতুল-অনিয়মিত তেমনি অনিশ্চিত। এরপর দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত এই শিক্ষকগণ সরকারের পক্ষ থেকে কোন অনুদানই না পেয়ে নিদারুণ আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়েও শিক্ষাদানের কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

তাঁরা বলেন, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁর নিকট এবতেদায়ী মাদ্রাসার গুরুত্ব, এর প্রয়োজনীয়তা এবং এর শিক্ষকদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরে তাঁদেরকে নিয়মিত বেতন প্রদানের জন্য বেশ কয়েকবার স্মারকলিপি পেশ ও আবেদন জানিয়ে এসেছে। অবশেষে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী এই আবেদনে সাড়া দিয়ে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকসহ রেজিষ্ট্রিকৃত প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের মাসিক ৫শ' টাকা করে বেতন প্রদানের যে নির্দেশ প্রদান করেছেন, এর দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক সুফল পাওয়া যাবে। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকার এর দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

বিবৃতিতে তাঁরা এবতেদায়ী শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকার দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের মহান সংকল্প নিয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা স্কীম চালু করেছেন এবং এই বিভাগের দায়িত্ব তাঁর সচিবালয়ের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। এর দ্বারা গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য আপনারা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।